ভোরের কাগজ

তারিখ 19 JAN 20 3...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিসিএস কম্পিউটার মেলা এবং প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

আমাদের দেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দরিদ্র দেশ। সাধারণ জনগণ দুবেলার অন্ন জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে, শীত নিবারণের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের অভাবে অবর্ণনীয় কষ্টের শিকার হচ্ছে, রোগ নিরাময়ের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই, ঘুমানোর জন্য বাসস্থানের অভাবও অনেক মানুষের। সেই দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো যে বিশ্বমানের হবে না তা সবার কাছেই অনুমেয়। তবে ভৌত অবকাঠামো যতোটুকু রয়েছে তার শতকরা ১০০ ভাগ ব্যবহার করা ততোধিক প্রয়োজন। আমাদের কোনো এক হংকং সফরে হংকংয়ের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, 'তোমাদের দেশ তো দরিদ্র'। বিভিন্ন সূচকে আমাদের যে নিম্নগামী গতি তাতে এ ধরনের বাক্যের বিপক্ষে আজকাল আর মৃদু প্রতিবাদ করতেও ইচ্ছা করে না বলে মৌনতাই অবলম্বন করেছিলাম। 'তার অর্থ কি এই নয় যে তোমরা তোমাদের কম্পিউটার সেন্টার সারারাত পালাক্রমে ব্যবহার করো?' এই অংশটুকুর প্রতিও উচ্ছ্বসিতভাবে সমর্থন জানানো সম্ভব হলো না, কারণ তা সত্য নয়।

আমাদের একটি সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে এটা নেই ওটা নেই, তাই ভৌত অবকাঠামোগুলো করে দিতে হবে। মাথাপিছু ৩৮৬ ডলার আয়ের দেশের পক্ষে এ ধরনের ভৌত অবকাঠামোর পিছনে কতোটা খরচ করা যাবে এগুলো কখনোই ভেবে দেখি না। তথ্যপ্রযুক্তির ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে আমাদের দাবি অনেক; তবে দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং গত ১৫ বছরে জাতীয় অর্থনীতিতে, জাতীয় অগ্রগতিতে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তা কতোটা যুক্তিযুক্ত তাও ভেবে দেখা দরকার।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির উদ্যোগে বিসিএস কম্পিউটার মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১২ বছর ধরে। প্রতিবছরই এর ব্যাপ্তি এবং শ্রী বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবার এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে। বিদেশে কম্পিউটার মেলা দেখার সুযোগ আমার হয়নি। তবে অনুমান করতে পারি, আমাদের কম্পিউটার মেলা দেখে শুধু বিদেশীরা নয় আমরাও আঁচ করতে পারবো না আমরা কতোটা দরিদ্র। কম্পিউটার সমিতির সুযোগ্য নেতৃত্ব অন্তত বিদেশীদের কাছে আমাদের ভাবমূর্তিটি উন্নত রাখতে পারছেন। এই মেলা দেখে তাদের মনে খুব একটা সন্দেহ থাকার কথা নয় যে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ভৌত অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। এই মেলার চাকচিক্য, সাধারণ মানুষের অপার এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের বিপরীতে আরেকটি ঘটনা বলি। বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, যার নিজস্ব অফিস ভবন নেই; বিজ্ঞান জাদুঘরের দুয়েকটি কক্ষ নিয়ে শরণার্থীর মতো সময় ব্যয় করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি এই বিমাতাসুলভ মনোভাব আমাদের কেবলমাত্র দেউলিয়াই করতে পারেঃ যে পথে আমরা প্রতি বছরই অগ্রসর হচ্ছি।

দেশের অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে আমাদের যতোটুকু ভৌত অবকাঠামো রয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তথ্যপ্রযুক্তিতে কিছু সাফল্য দেশকে উপহার দেওয়ার সময় এসেছে। দরিদ্র দেশের ভৌত অবকাঠামোও দরিদ্র হবে, সেটাই স্বাভাবিক। উন্নত দেশের সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশে পাওয়ার কথা নয়; আমরা আমাদের দেশকে এ রকম সমৃদ্ধ করতে পারিনি। তাই কি নেই, সেদিকে মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ না দিয়ে কি আছে এবং তা দিয়ে গঠনমূলক কি করা যায় তাতে মনোযোগী হওয়া দরকার। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত কম্পিউটার মেলা দেখে আমি রীতিমতো অভিভূত। এর সমৃদ্ধি, এর ব্যাপ্তি, সাধারণ মানুষের (রাজধানীর) ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এ ধরনের মেলার আয়োজনের সার্থকতা প্রমাণ করছে। তবে এখন দরকার এই

শো'র অনুরূপ মাত্রায় ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রকৃত অর্জন। চিত্তবিনোদনের জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার কিংবা দৈনন্দিন কাজের জন্য তৈরি করা সফটওয়্যার ব্যবহারের পাশাপাশি সফটওয়্যার তৈরির কাজও আমাদের করতে হবে। ৩৮৬ ডলার গড় আয় নিয়ে আমরা সারা বিশ্বের নামকরা গাড়ি ব্যবহার করছি, বিভিন্ন দেশের প্রসাধনী সামগ্রীতে আমাদের দেশের দোকান পাটগুলো সয়লাব। তৈরি করতে পারি না, কিন্তু ভোগে ক্লান্তি নেই। এই মানসিকতার অবসান হওয়া উচিত। শুধুমাত্র ব্যবহারকারী তৈরি নয়। প্রস্তুতকারী তৈরি করতে হবে।

তবে এবার বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির কম্পিউটার মেলায় প্রস্তুতকারী তৈরির উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এই মেলায় স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা এ সফটওয়্যার নির্মাতাদের জন্য প্রতিযোগিত আয়োজন করা হয়। জনাব আলী আশফাক সবুর খানসহ অন্যান্য উদ্যোক্তাকে ধন্য জানাই। আশা করি, প্রতিবছরই কম্পিউ মেলার একটি অন্যতম প্রধান আকর্ষণ প্রোগ্রামিং এবং সফটওয়্যার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি সা মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত আমাদের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের প্রোগ্রামিং দ বৃদ্ধি পাবে। আগামী বছর মেলায় এ রকম প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে আশায় আম ছাত্রছাত্রীরা প্রস্তুতি নেবে, আগ্রহী সফটওয়্যার নির্মাণে সিদ্ধহস্ত হবে।

কি নেই, সেদিকে মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগ না দিয়ে কি আছে এবং তা দিয়ে গঠনমূল কি করা যায় তাতে মনোযোগী হও দরকার। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত কম্পিউটার মে দেখে আমি রীতিমতো অভিভূত। সমৃদ্ধি, এর ব্যাপ্তি, সাধারণ মানু (রাজধানীর) ব্যাপক ও স্বতঃস্ফ অংশগ্রহণ এ ধরনের মেলার আয়োজনের সার্থকতা প্রমাণ করছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল বাংলা মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের দ্বিতীয় নিঃসন্দেহে আমাদের স্কুল-কলেজের প্রতিযোগীর ক্ষেত্রে এই প্রথমবারের বিশাল মর্যাদাকর ভেন্যু দেখার সুযো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদে আনোয়ার প্রধান বিচারকের দায়িত্ব করেন। তাকে সহায়তা দান করেন সে ২০০৩ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপবিশেষ করে পাতা জাতীয় সবজি বিচারক শাহরিয়ার মঞ্জুর, ই, লৌহ ও ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ল ইউনিভার্সিটির আক্তার হোসে যেকোনো শাকের মাত্র ৫০ গ্রাম অ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। যথেষ্ট। প্রতিযোগিতায় পাঁচটি সমস্যা দে সবজি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযো আমাদের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা স মাঠে যেমন শাক-সবজি চাষ করা